প্রথম আলো

তারিখ 13 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শিক্ষা আইনের খসড়া

কোচিং ও সহায়ক বইয়ের বিষয়টি পর্যালোচনা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সমালোচনার মুখে শিক্ষা আইনের খসড়ায় থাকা 'ছায়া শিক্ষা'র নামে কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনির বৈধতা দেওয়া এবং বিনা অনুমতিতে সহায়ক বই প্রকাশের বিষয়টি পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কীভাবে এসব বিষয়ে আরও কঠোর হওয়া যায়, সে চিন্তা চলছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে মন্ত্রণালয়ের শাখা-প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছেন। গত রোববার অনানুষ্ঠানিক নোটে তিনি এটিসহ কিছু নির্দেশনা দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* এসব তথ্য জানিয়েছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন গতকাল সচিবালয়ে বলেন, শিক্ষা আইনের খসড়াটি কিছুটা ঘষামাজা করা হবে।

মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের জন্য সম্প্রতি শিক্ষা আইনের খসড়া চূড়ান্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়। সেটি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, জেল-জরিমানার আওয়াজ তুলে শেষ পর্যন্ত সহায়ক বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন নেওয়ার বিষয়টিও বাদ দেওয়া হয়েছে। কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনির বিরুদ্ধে 'কড়া' অবস্থান থেকে সরে এসে চূড়ান্ত খসড়ায় বলা হয়, প্রাইভেট টিউশনসহ ছায়া শিক্ষা (শ্যাডো এডুকেশন) প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকের জন্য সরকার আলাদা নীতিমালা বা বিধি প্রণয়ন করবে। ছায়া শিক্ষা বলতে সরকারি বা স্বীকৃতি পাওয়া বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে কোনো ব্যক্তি বা শিক্ষকের উদ্যোগে একাধিক শিক্ষার্থীকে কোনো প্রতিষ্ঠানে বা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অর্থের বিনিময়ে পাঠদান কার্যক্রমকে বোঝাবে।

খসড়ায় অনুমোদন ছাড়াই 'সহায়ক পুস্তক' প্রকাশের সুযোগ রাখা হয়, যা নোট-গাইডের একধরনের বিকল্প।

৭ ডিসেম্বর *প্রথম আলোর* প্রথম পৃষ্ঠায় 'বৈধতা পাচ্ছে কোচিং-টিউশনি, সহায়ক বই থাকবে' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর শিক্ষাবিদসহ দেশের ৩৪ জন বিশিষ্ট নাগরিক যৌথ বিবৃতি দিয়ে বলেন, আইনে এগুলো রাখলে শিক্ষার্থীরা কোচিং-বাণিজ্য ও সহায়ক বইয়ের কাছে আরও জিম্মি হয়ে পড়বে। বিষয়টিকে অনাকাঙ্ক্ষিত ও বৈষম্যমূলক উল্লেখ করে খসড়া থেকে এসব বাদ দিতে সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলের কাছে অনুরোধ করেন তাঁরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পদস্থ এক কর্মকর্তা বলেন, প্রতিবেদন প্রকাশের দিনই শিক্ষামন্ত্রীর বাসায় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আলোচনা হয়। অনানুষ্ঠানিক নোটে মন্ত্রী লিখেছেন, শিক্ষা আইনে কোচিং নিয়ে যা লেখা হয়েছে, তাতে বিভ্রান্তির সুযোগ রয়েছে। এ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। বিষয়টি 'রিভিজিট' করা প্রয়োজন।